তারিখ ... 25 APR ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

তিতুমীর কলেজে বিভাগ আছে, শিক্ষক নেই চলছে চাঁদাবাজি

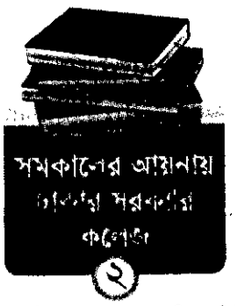

■ সাব্বির নেওয়াজ

বেলা ১১টা। রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজে যেতেই নজর কেড়ে নিল সুদৃশ্য প্রধান ফটক। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল, হাতের বাঁদিকে খেলার মাঠের পশ্চিম পাশে নতুন দুটি ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। নির্মাণকর্মীরাই ব্যবহার করছেন খেলার মাঠের একটি বড় অংশ। সামনে এগোতেই বিজ্ঞান ভবন পাওয়া গেল, যার নিচতলায় বসেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে পাওয়া গেল মনোবিজ্ঞান বিভাগ। এক ছাত্রী বিরক্তিমাখা চোখমুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিভাগের বারান্দায়। পরিচয় দিয়ে কলেজ সম্পর্কে জানতে চাইতেই বললেন, ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

তিতুমীর কলেজে বিভাগ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

'কী আর বলব! আমাদের এ বিভাগে শিক্ষক মাত্র একজন। সবকিছু তিনিই করেন।' কার্যালয়ে ঢুকে পাওয়া গেল বিভাগের সবেধন নীলমণি, একমাত্র শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক সাজিয়া আফরিন খানকে। তিনি অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কথা বলতে রাজি হলেন না। তবে বিভাগের শিক্ষার্থীরা জানালেন, ২০১৫ সালে চালু হওয়া নতুন বিভাগটিতে দুই বছরে দুই দফায় যথাক্রমে ৫০ ও ৭০ শিক্ষার্থী অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছেন। অথচ শিক্ষক এখনও একজন মাত্র! শুধু মনোবিজ্ঞান বিভাগ নয়; অনুসন্ধান করে জানা গেল, এমন বিভাগ আরও আছে। পরিসংখ্যান বিভাগে কোনো শিক্ষকই নেই! তবে কাজী ফয়জুর রহমান নামের একজন সহযোগী অধ্যাপক এ বিভাগে সংযুক্ত রয়েছেন। এদিকে কলেজ ও এর আশপাশে চাঁদাবাজি ও অর্থ-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সমালোচিত হচ্ছেন ব্যাপকভাবে। তবে সংগঠনটির কয়েকজন নেতাকর্মী জানালেন, কারও অপকর্মের দায় ছাত্রলীগ নেবে না। ঐতিহ্যপূর্ণ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ কোনো 'দুষ্টগ্রহ' নয়।

শুধু একজন করে শিক্ষক দিয়ে এ দুটি বিভাগের কার্যক্রম চালানো সম্পর্কে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু হায়দার আহমেদ নাছের জানান, নতুন বিধায় এগুলোতে এখনও পদ সৃষ্টি হয়নি। তবে দুই বছরেও নতুন কোনো পদ সৃষ্টি না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

দেশের ৩১১টি সরকারি কলেজের মধ্যে তিতুমীর কলেজ সবচেয়ে বড়। এখানে পড়াশোনা করেন ৫৫ হাজার ৮০০ ছাত্রছাত্রী। অথচ কলেজে শিক্ষক আর শ্রেণিকক্ষ সংকট ভয়ানক তীব্র। সাড়ে ৫৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২১০ জন। গড়ে ২৬৬ শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন একজন শিক্ষক। পুরো কলেজে শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র ৪৩টি। প্রতিটি বিভাগের শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা সর্বোচ্চ তিন-চারটি। আবার দুটি মাত্র শ্রেণিকক্ষ আছে, এমন বিভাগও আছে। যদিও অনার্সের চারটি বর্ষ, মাস্টার্স ও ডিগ্রির ক্লাস নিতে প্রয়োজন কমপক্ষে ছয়টি করে শ্রেণিকক্ষ। পরীক্ষা শুরু হলে শ্রেণিকক্ষগুলো পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয় বলে ক্লাস নেওয়া তখন বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি নীতিমালা অনুসারে, একটি অনার্স-মাস্টার্স মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে ১২ জন শিক্ষক থাকা উচিত, আর অন্তত ন্যূনতম আটজন থাকতেই হবে। তাদের মধ্যে কমপক্ষে একজন অধ্যাপক, দু'জন সহযোগী অধ্যাপক, দু'জন সহকারী অধ্যাপক ও তিনজন প্রভাষক থাকবেন। তবে কলেজ ঘুরে দেখা গেছে, এখানে চালু থাকা ২২টি অনার্স বিভাগেই শিক্ষক সংকট চরমে। বেশিরভাগ প্রভাষকেরই পদ খালি।

রসায়ন বিভাগের একজন শিক্ষক বললেন, 'অনেক সময় আমরা শিক্ষকরা বসে থাকি। যদিও ক্লাসরুম না থাকায় ক্লাসও নিতে পারি না।' হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা জানান, তাদের বিভাগে সম্মান প্রথম বর্ষে ৪৭৮ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। যদিও তাদের বসতে দেওয়ার মতো শ্রেণিকক্ষ পুরো কলেজে নেই। কক্ষ সংকটের কারণে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ক্লাসে উপস্থিত থাকেন না।

শিফক ও শ্রেণিকক্ষ সংকট : কয়েকজন শিক্ষক জানান, শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে বর্তমানে তিন শিফটে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট থেকে বেলা ১১টা, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা আর মাস্টার্সের শিক্ষার্থীরা দুপুর পৌনে ১২টা থেকে বিকেল ৩টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ক্লাস করেন। এর ফাঁকে ফাঁকে চলে ডিগ্রির ক্লাস।

সমস্যার কথা স্বীকার করে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবু হায়দার আহমেদ নাছের সমকালকে বলেন, 'শ্রেণিকক্ষ সংকট সামাল দিতে কলেজে নতুন দুটি ভবন করা হচ্ছে। এগুলোর একটি নতুন বিজ্ঞান ভবন, অন্যটি একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হল। তিনি আশা করেন, নতুন ভবনগুলো হলে শ্রেণিকক্ষের সংকট অনেকটাই কেটে যাবে।' তবে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা জানান, এ নির্মাণ শেষ হতে আরও অন্তত দুই বছর সময় লাগবে।

সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী রুমানা জামান জানান, কলেজে শিক্ষার্থীদের জন্য বাস রয়েছে মাত্র চারটি। এত অল্প বাস দিয়ে পরিবহন সমস্যা দূর হয় না। শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই কলেজে যাতায়াত করেন নিজেদের অর্থে।

ঝুঁকিপূর্ণ ভবন : সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, কলেজটিতে ১৯৬৮ সালে নির্মিত বিজ্ঞান ভবন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও এখানে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। কলেজে রয়েছে মোট তিনটি আবাসিক হোস্টেল। ছাত্রদের জন্য তিনতলাবিশিষ্ট একমাত্র হোস্টেল আক্কাছুর রহমান আঁখি ছাত্রাবাসে আসন আছে ৩৬০টি। তবে থাকেন আরও অনেক বেশি। অপরিচ্ছন্ন ছাত্রাবাসটির ছাদের কোনো কোনো স্থানে পলেস্তারা খসে রড বেরিয়ে পড়েছে। কলেজের মূল ভবনের পাশে অবস্থিত সুফিয়া কামাল ছাত্রীনিবাসের মোট আসন ২১২। বনানীর ২০ নম্বর রোডে অবস্থিত ছাত্রীদের অপর হোস্টেল সিরাজ ছাত্রীনিবাসের দুটি ভবনের একটি হেলে গিয়ে তাতে ফাটল দেখা দিয়েছে। এটিও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন।

তিতুমীর কলেজের এসব সমস্যা সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, 'কলেজ কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে সমস্যাগুলো জানালে সমাধানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি : সরেজমিন ঘুরে কলেজের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে আশপাশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাটগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করে নীরবে চাঁদাবাজি ও অবৈধ অর্থ-বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংগঠনের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়া ছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় ছাত্রলীগ-শ্রমিক লীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে কোন্দল-সংঘাতের কথা জানা গেছে। ২০১৫ সালে কাজী মিরাজুল ইসলাম ডলারকে সভাপতি ও মানিক হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে তিতুমীর কলেজ শাখা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও এখনও এ কমিটিই কাজ করছে।

অনলাইনে ভর্তি নীতিমালা চালু হওয়ার পর শিক্ষার্থী সংখ্যার বিচারে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি এ কলেজে 'ভর্তি-বাণিজ্য' সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'উপরি আয়' বন্ধ হয়ে গেছে কথিত ছাত্রনেতাদের। আবার কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। তাই নকলমুক্ত পরীক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। 'ছাত্রনেতারা'ও পারছেন না পরীক্ষার হলগুলোতে প্রবেশ করতে। বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে 'অর্থ-বাণিজ্য' করতে পারছেন না তারা। তবে কলেজ ক্যাম্পাসে বেতনসহ বিভিন্ন ফি জমাদানের ক্ষেত্রে কাউন্টারভিত্তিক 'অর্থ-বাণিজ্য' অব্যাহত রয়েছে। কয়েকজন নেতাকর্মী এ কাউন্টারে বিভিন্ন ফি দিতে আসা শিক্ষার্থী ও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করছেন। কখনও কখনও তাদের ভর্তি ফরম ও ফির টাকাও ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী তরুণদের সঙ্গে উঠতি ছাত্রনেতাদের দ্বন্দ্বও হচ্ছে। উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রনেতারা কলেজসংলগ্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও চাঁদাবাজি করছেন। কারও কারও বিরুদ্ধে এলাকার হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোতে 'ফাও' খাওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

সূত্রমতে, তিতুমীর কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম সানি ও তার সহযোগী কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীর বিরুদ্ধে কলেজ ক্যাম্পাসে অর্থ-বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। চাঁদাবাজি ও 'ফাও' খাওয়া ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। দুই বছর আগে ছাত্রলীগের এই একাংশের সঙ্গে 'ফাও' খাওয়া নিয়ে রেস্তোরাঁকর্মী ও এলাকাবাসীর সংঘর্ষও হয়। তিতুমীর কলেজের আশপাশের ব্যবসায়ী, হকার ও দোকান মালিকদের কেউই অবশ্য সানির চাঁদাবাজি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খুলতে রাজি হননি। কয়েক দফা চেষ্টা করেও সানির সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী মিরাজুল ইসলাম ডলার জানান, সাংগঠনিক সম্পাদক সানির বিরুদ্ধে তারা প্রায়ই নানা অভিযোগ শোনেন। তারা তাকে সংশোধন করার চেষ্টা চালালেও কাজ হয়নি। তিনি বলেন, 'ছাত্রলীগ একটি বড় ছাত্রসংগঠন। সেখানে কেউ এদিক-ওদিক করলে এবং আমরা তা জানতে পারলে ব্যবস্থা নিয়ে থাকি।' ডলার দাবি করেন, সোহাগ ছাত্রলীগের কোনো পদে নেই। কোনো কার্যক্রমেও থাকেন না। তিনি স্থানীয় ২০ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার মো. নাসিরের সহযোগী। তার অপকর্মের দায় কলেজ ছাত্রলীগ নেবে না।